ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৮৯(আগরতলা- ১৫। ১১)
খোয়াই, ১৫ নভেম্বর, ২০১৯

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরসা মুন্ডার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে : মুখ্যমন্ত্রী

বিরসা মুন্ডা এক ঐতিহাসিক চরিত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরসা মুন্ডার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। ইংরেজদের অত্যাচার ও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করে বিরসা মুন্ডা জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতারণেও তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আজ খোয়াই টি গার্ডেন হাইস্কুলে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পশ্চিম অধিবাসী মহাসভা ও সাঁওতাল হুল উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিরসা মুন্ডা ছিলেন এক আপোষহীন যোদ্ধা। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডা ইংরেজদের হাতে কারাবন্দী হয়েছিলেন এবং কারাবাসেই মৃত্যুবরণ করেন। বিরসা মুন্ডা ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই সময়েই তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত ভারতবাসীর উন্নয়ন। আজকের দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাসের যে বিচারধারা তা বিরসা মুন্ডার মতো মহান ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রপুরুষদের বিচারধারা থেকেই উদ্ভুত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খোয়াই অঞ্চলে বিরসা মুন্ডা, সিধু কানহু-র মতো বীরদের প্রতিকৃতি সরকারিভাবে তৈরি করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আদিবাসী ও জনজাতিদের উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। আদিবাসী ও জনজাতিদের উন্নয়নে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন দেশের প্রথম এনডিএ সরকার পৃথক মন্ত্রণালয় চালু করেছিলো। রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার। রাজ্যে ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি একলব্য বিদ্যালয় নির্মাণের মঞ্জুরি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিটি বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকা করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে একলব্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে রাজ্যে। তিনি বলেন, ২০ মাসের সরকারে মহিলা নির্যাতন কমেছে ৮ শতাংশ। কনভিকশন রেট বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৯ শতাংশ। রাজ্যকে নেশামুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে অনেকটাই সাফল্য এসেছে। নেশামুক্ত ও নারী নির্যাতন মুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে তিনি সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের গড় আয় ১ লক্ষ ৩২ হাজারের উপর পৌঁছেছে। মানুষের রোজগার বেড়েছে। রাজ্যে এখন সিডি রেশিও ৫৬ শতাংশ। রাজ্যে ব্যাঙ্কের লগ্নি বেড়েছে। ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠছে। জব ক্রিয়েটার তৈরি হচ্ছে। এগুলি প্রমাণ করে রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে দ্রুতগতিতে।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত ও আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্প স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক নতুন দিশার সূচনা করেছে। এই দুই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার গোল্ডেন কার্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হরিশংকর পাল, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সম্পাদক অমিত রক্ষিত, ভারত মুন্ডা সভা কমিটির আসাম প্রদেশের সভাপতি বিষ্ণু মুন্ডা, বিশিষ্ট সমাজসেবী মণিহার দেববর্মা, জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটির সভাপতি রাজকুমার গৌড়। অনুষ্ঠানে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বিরসা মুন্ডার ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ১০টি প্রদর্শনী মন্ডপও খোলা হয়।

*****